আলম সিদ্দিকী

থ্রিলার

রহস্যময়

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

উৎসর্গ

প্রতিবছর আমার নতুন গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই কয়েকটি ফোনকল ও ফেসবুক মেসেঞ্জারে মেসেজ আসে বন্ধুদের।

তাদের মধ্যে অন্যতম প্রিয় বন্ধু আশিকুর রহমান শিপন। সম্ভবত সে আমার প্রতিটি বইয়ের একনিষ্ঠ পাঠক। প্রতিবারই সে এই কথাটা বলে, 'তোর নতুন বইটা কিনেছি। কিন্তু আমি পড়ার আগেই তোর ভাবি **তহমিনা আকতার তমা** বইটা পড়েছে।'

তারপর সেই আলোকিত দম্পতি জানায় তাদের পাঠ-প্রতিক্রিয়া। যে প্রতিক্রিয়া শোনার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি।

'রহস্যময়' গ্রন্থটি তাদের উৎসর্গ করলাম। অনেক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা প্রিয় বন্ধুদম্পতি।

শুভকামনা অন্তহীন।

ডিটেকটিভ নিহান মালিক থমকে দাঁড়ালেন হঠাৎ। দুই সেকেন্ডের মতো। তার হাতে তদন্তের নতুন অ্যাসাইনমেন্ট। সানিসাইডে ইয়েলো ক্যাবের ভেতর একটা ডেডবডি পেয়েছে কর্তব্যরত এনওয়াইপিডি অফিসার। একটু আগেই ডেথ অন অ্যারাইভাল ঘোষণা করেছে অ্যাম্বুলেন্সের স্বাস্থ্যকর্মীরা। ওটার তদন্ত করতে হবে তাকে। কেস নম্বর ২৮০। নিহান মালিকের সহযোগী হিসেবে থাকবেন ডিটেকটিভ জোসেফ রাফায়েল।

ডিটেকটিভ হিসেবে ইতোমধ্যেই বেশ সুনাম অর্জন করেছেন নিহান মালিক। কুইন্স হোমিসাইড ব্যুরোর ডিটেকটিভ অফিসার তিনি। এর আগে নিহান মালিক পুলিশের মেজর কেসেস টাস্কফোর্স শাখায় দায়িত্ব পালন করেছেন—বছর তিনেক।

নিহান মালিক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত। খাঁজকাটা চেহারা, ডাকসাইটে অভিনেতার মতো অনেকটা। লম্বায় ছয় ফুট, মেদহীন ও পেটানো। অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী, বিনয়ীও।

জন জে ইউনিভার্সিটি থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি শেষ করেই এনওয়াইপিডিতে যোগ দেন নিহান। প্রমোশন পেয়ে ডিটেকটিভ অফিসার হয়েছেন। খ্যাতি অর্জন করেছেন, বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

ক্রাইমসিনে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন নিহান মালিক। প্রিসেন্ট থেকে বের হয়ে তার গাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলেন। তাকে অনুসরণ করলেন জোসেফ রাফায়েল।

মেঘমুক্ত আকাশ। হালকা বাতাসও আছে। সকালের নরম রোদ ভালোই লাগছে নিহানের। তবে একটা রহস্যময় ছায়া উঁকি দিচ্ছে মনের ভেতর, বারবার দিচ্ছে।

ডেডবডিটা পাওয়া গেছে ইয়েলো ক্যাবের ভেতর। এ ব্যাপারটা বেশ বিচলিত করছে তাকে। কারণ তিনি জানেন, নিউইয়র্কে ইয়েলো ক্যাব চালায় মূলত বাংলাদেশিরাই। দেশের মানুষের বিপদে কষ্টটা তার তাই বেশি, উদ্বিগ্নতাও তেমন।

ক্রাইমসিনের ঠিকানা—ফিফটি অ্যাভিনিউ অ্যান্ড ফোরটি নাইন স্ট্রিট, সানিসাইড, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

পুলিশের আন্ডারকভার গাড়িতে বসলেন নিহান মালিক, ড্রাইভিং সিটে। নতুন গাড়ি, কালো কালারের ফোর্ড এস্কেপ, হাইব্রিড। এই গাড়িটা চালাতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন তিনি। কারণ জরুরি মুহূর্তে ১০০ মাইল গতিতেও গাড়ি চালাতে হয় তাকে। ১০০ মাইল বেগে চালালেও এটা কাঁপাকাঁপি করে না মোটেও, ভেতরে শব্দও হয় না তেমন।

পাশে বসলেন ডিটেকটিভ জোসেফ। রওয়ানা দিলেন ক্রাইমসিনের উদ্দেশে। 'আপনার সঙ্গে এটাই আমার প্রথম তদন্ত', সিটবেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বললেন জোসেফ রাফায়েল।

জোসেফ যখন কথা বলেন, তখন মনে হয়, কথাগুলো জড়িয়ে যায় তার। গায়ানিজদের কথা বলার ধরন এমনই, সহজে বোধগম্য নয়। জোসেফকে অনেকেই প্রথমে ইন্ডিয়ান বলে ধারণা করেন। বিষয়টা বেশ উপভোগ করেন, দেখতে ঠিক ভারতীয়দের মতোই তিনি। আসলে ভারতীয় মানুষই বংশবিস্তার করেছে গায়ানা রাজ্যে। তার পূর্বপুরুষ ইন্ডিয়ান ছিলেন, তা অনুমান করা যায় তার চেহারা দেখেই।

দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির রাখলেন নিহান মালিক। নীরস গলায় বললেন, 'এর আগে যৌথভাবে তদন্ত করেছেন কতগুলো?'

'কয়েকটা মাত্র।' একটু থেমে জোসেফ বললেন, 'আপনি জানেন তো ডিটেকটিভ অফিসার হিসেবে আমি নতুন?'

'হ্যাঁ জানি। এটাও জানি, আপনি প্রথমে ট্রাফিক পুলিশ, তারপর এনওয়াইপিডি এবং সেখান থেকে প্রমোশন পেয়ে ডিটেকটিভ অফিসার।'

'জি। আমার কিন্তু ডিটেকটিভ অফিসার হওয়ার ইচ্ছে ছিল না মোটেই। এনওয়াইপিডি অফিসার হওয়ার কিছুদিন পরই সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহত হই। পুলিশের চাকরি আর করব না বলে সিদ্ধান্ত নিই তখনই। কিন্তু সান্ত্বনাস্বরূপ প্রমোশন দিয়ে ডিটেকটিভ বানানো হয় আমাকে। আমার পরিবারের সবাই খুব খুশি হয় এতে। ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজটা চালিয়ে যাচ্ছি আমি।'

জোসেফের কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিহান, 'সবই বুঝলাম, একটা বিষয় ছাড়া।'

'কোন বিষয়?'

'কেন ডিটেকটিভ অফিসার হওয়ার ইচ্ছে ছিল না আপনার?'

'বলতে পারেন, স্রেফ অযোগ্যতা। ডিটেকটিভ হওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। কেন হয়েছি, কীভাবে হয়েছি, তা ইতোমধ্যেই জানিয়েছি আপনাকে।'

'যোগ্যতা নিয়ে কেউ জন্মায় না, জোসেফ। ওটা অর্জন করতে হয়।'

'সেই চেষ্টাও করতে চাই না আমি।' জোরালো কণ্ঠ জোসেফের।

'কেন?'

'প্রত্যেক মানুষই তার নিজের কর্মক্ষমতা জানে ও দুর্বলতা জানে। আমি জানি...।' একটু থেমে জোসেফ বললেন, 'আমার মাথায় কিছু ঢোকে না। তাই হয়তো আপনার মতো তুখোড় গোয়েন্দার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন ক্যাপ্টেন উইলিয়াম পিটারসন।'

হাসলেন নিহান। কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলেন আরও। তাদের সাইরেনের শব্দে ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে সকালের স্নিগ্ধ নীরবতা।

হাই তুললেন জোসেফ। বললেন, 'প্রতিদিন সকালবেলা এক কাপ কফি না খেলে মুড আসে না আমার। কিছু মনে না করলে একটা কফিশপে গাড়ি থামানো যাবে?'

'কফি অবশ্য আমারও লাগবে। একটু অপেক্ষা করুন। সামনে কফিশপ দেখলেই থামাব।'

কয়েক মিনিট পর একটা কফিশপের পাশে গাড়ি থামালেন নিহান। নেমে গিয়ে মিডিয়াম সাইজের দু কাপ ব্ল্যাক কফি নিয়ে এলেন জোসেফ। তিনি জানেন, ব্ল্যাক কফি পছন্দ করেন নিহান মালিকও।

গরম কফি হাতে নিয়েই চুমুক দিলেন নিহান। কফি ও ঘ্রাণ— দুটোই যেন সতেজ করে তুলল তাকে। গাড়ি চালাতে লাগলেন তিনি আবার।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে জোসেফের চেহারায়ও একটা চনমনে ভাব এলো।

স্বল্প সময়েই ক্রাইমসিনে পৌঁছলেন তারা। নিহান মালিক লক্ষ করে দেখলেন, প্যারালাল পার্ক করে রাখা দুটো এনওয়াইপিডির গাড়ি। এ ছাড়া একটা ক্রাইমসিন ইউনিটের ভ্যান, ফরেনসিক ইউনিটের ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্স ও একটা ফায়ার ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। 'ক্রাইমসিন, ডু নট ক্রস' লেখা হলুদ ফিতা টেনে রাখা হয়েছে চারদিকে।

নিহান মালিক গাড়ি থামালেন সেই ফিতা ঘেঁষে। নেমেই হাঁটা শুরু করলেন ভেতরের দিকে। তাকে অনুসরণ করলেন জোসেফ। নিহান মালিক চারদিকে ভালো করে তাকালেন। জায়গাটা রহস্যময়। আশপাশে বাড়িঘর, দোকানপাট নেই কোনো। রাস্তার এক পাশ দিয়ে বড়ো বড়ো গাছগাছালি, অপর পাশে প্রশস্ত সিমেট্রি। রহস্যময় ও ভূতুড়ে রাস্তা, দিনের বেলাতেই বেশ অন্ধকার, রাতের বেলায় আরও কত অন্ধকার। অপকর্ম হয় এখানে নিয়মিত।

কর্তব্যরত এনওয়াইপিডি অফিসার এগিয়ে এলেন। চাইনিজ বংশোদ্ভূত পুলিশ অফিসার নিজের নাম বললেন—জন লু। নিহান মালিক ও জোসেফ রাফায়েলের গলায় পুলিশের রুপালি শিল্ড ঝুলছে। তবু নিজেদের পরিচয় দিলেন তারা। পরিচয় পেয়ে ইনিশিয়াল তথ্য জানালেন এনওয়াইপিডি অফিসার জন লু। তারপর ইয়েলো ক্যাবের দিকে নিয়ে গেলেন তাদের।

ইয়েলো ক্যাবের পাশে গিয়ে থামলেন তিনজনই। জন লু আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'গাড়িটা যে অবস্থায় আছে, ঠিক এ অবস্থায়ই পেয়েছি আমরা।'

'কয়টার সময়?' প্রশ্ন করলেন নিহান মালিক।

'সকাল ৭টা ৫৬ মিনিটে।'

'কোনো পরিবর্তন করেছেন আপনারা?'

'না। কোনো পরিবর্তন করা হয়নি, গাড়িটা চালু ছিল, শুধু বন্ধ করেছি। চাবিটা রেখে দিয়েছি সিটের ওপর।'

নিহান মালিক দেখলেন, ইয়েলো ক্যাবটি পার্ক করা আছে ভালোভাবেই। ডাবল পার্কিং নয়, এন্টারসেকশনের ওপরেও নয়। ক্যাবটি পার্ক করা রোডসাইডে, লিগ্যাল পার্ক। তা দেখলে মনে হবে, কোনো অস্বাভাবিক কারণে পার্কিং করেননি ড্রাইভার, ঠান্ডা মাথায় সুন্দরভাবেই রেখেছেন গাড়িটা।

তিনটা দরজা খোলা, সামনের ডান পাশের দরজাটা বন্ধ, বাঁ পাশের দরজা দিয়ে ভেতরে তাকালেন নিহান মালিক। গাড়ির চাবি ড্রাইভিং সিটের ওপর। পাশের সিটের ওপর একটি কালো অফিস ব্যাগ।

'লাশ কোথায়?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

'অ্যাম্বুলেন্সে।' জবাব দিলেন জন লু।

'লাশটা কোথায় ছিল, মানে ঠিক কোন অবস্থায় ছিল?'

জন লু এগিয়ে গেলেন পেছনের দরজার দিকে। বললেন, 'বাঁ পাশের পেছনের দরজা দিয়ে মৃত ব্যক্তির কোমর থেকে পা পর্যন্ত বাইরে

ছিল। আর কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত ছিল পেছনের সিটের ওপর, অনেকটা উবু হয়ে। বাইরে থেকে দেখলে যে কেউ মনে করবে গাড়ি পরিষ্কার করছেন লোকটি।'

উঁকি দিয়ে দেখলেন নিহান মালিক। কোথাও রক্তের দাগ নেই। কালো লেদারের সিট একেবারে পরিষ্কার। সামনে এসে গাড়ির ভেতরে তাকালেন আবার। কী যেন ভেবে হাতে গ্লাভস পরলেন। কালো অফিস ব্যাগটা হাতে নিলেন। চেন খুললেন ব্যাগের। ভেতর একটি লাঞ্চ বক্স, বেশ কিছু ডলার, একটা চিরুনি, টিস্যু পেপার আর দুটি আপেল।

ট্যাক্সি মিটারের দিকে তাকালেন নিহান মালিক। একটি রিসিট প্রিন্ট হয়ে আছে। টান দিয়ে ছিঁড়ে হাতে নিলেন ওটা। ড্রাইভারের নাম এমডি এম হাসান, টিএলসি নম্বর, গ্যারেজের নাম, লগইন সময়, দিন-তারিখ উল্লেখ আছে। লগইন সময় সকাল ৭টা ২৫, আর ট্রিপ শুরুর সময় সকাল ৭টা ২৬। ট্রিপ শেষ করার সময় সকাল ৭টা ৪৪। ভাড়া : ২৬ ডলার ৫০ সেন্ট। পেমেন্ট হয়েছে ক্যাশে। ডিউরেশন ১৮ মিনিট।

রিসিট পড়তে পড়তে ইতিবাচক মাথা নাড়লেন নিহান। বিড়বিড় করে বললেন, 'বেশি দূর থেকে আসেনি এই ক্যাবটা।'

ড্রাইভিং সিটের পেছনে ক্যাব ড্রাইভারের লাইসেন্স রাখার ব্যবস্থা থাকে, যেন যাত্রী দেখতে পারে ওটা। লাইসেন্সটা সেখানে রয়েছে। হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন নিহান মালিক। নাম এমডি এম হাসান, গোলগাল মুখ, ভাসা ভাসা চোখ ও ব্যাকব্রাশ চুলের একজন বাঙালির ছবি। লাইসেন্সটা হাতে রাখলেন তিনি।

গাড়ির পেছনে একটা স্টিকার সাঁটানো। তাতে বড়ো করে লেখা—'ড্রাইভার ওয়ান্টেড'। ঠিক তার নিচেই গ্যারেজের নাম—'এসএলজি ম্যানেজমেন্ট'। ফোন নম্বরও লেখা আছে।

সব কিছু নোট করে নিলেন নিহান।

অ্যাম্বুলেন্সের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর। একজন স্বাস্থ্যকর্মী বের হয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন। লাশের পুরো শরীর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

দেখলেন নিহান ও জোসেফ। শ্যামলা বর্ণ, মাঝারি-চিকন শরীর, সাড়ে ৫ ফুটের মতো লম্বা। মাথাভর্তি চুল, মুখটা লম্বা, কপালের বাঁ পাশে গোল একটা কালো জন্মদাগ আছে। মেলে আছে চোখ দুটো। দেখেই গা শিউরে ওঠে।

হাতে রাখা লাইসেন্সটা নিজের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। একবার লাশের অবয়বে আর একবার লাইসেন্সের ছবির দিকে তাকান নিহান মালিক। নাহ্, লাশের চেহারার সঙ্গে লাইসেন্সের ছবির মিল নেই। 'তার মানে লাশটা ড্রাইভারের না।' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

মৃত ব্যক্তির পরনে নীল জিনসের প্যান্ট, কালো সোয়েটার। পায়ে নাইকির অ্যাশ কালারের জুতো। গলায় নীলচে মাফলার, কোঁচকানো।

শরীরের কোথাও কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই। শুধু গলায় একটু লাল হয়ে আছে। ইয়েলো ক্যাবের ভেতরেও রক্তের দাগ নেই। নেই সন্দেহ করার মতো বিশেষ কিছু।

ময়নাতদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানোর নির্দেশ দিলেন নিহান মালিক। আর পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন ইয়েলো ক্যাবটি।

অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিশের সব কটি গাড়ি চলে যাওয়ার পর, রাস্তার কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন নিহান ও জোসেফ। রাস্তার অপর পাশে বিরাট সিমেট্রি। নিহান সেদিকে উদাস তাকিয়ে থাকলেন কয়েক সেকেন্ড। সিমেট্রি বা কবরস্থানের পাশে গেলেই উদাস হয়ে যান নিহান মালিক। গৌতম বুদ্ধের মতো সংসার করতে ইচ্ছে করে না আর। বুকের ভেতর যেন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয় তার।

জোসেফের দিকে তাকালেন তারপর। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন কিছুটা শব্দ করে, 'আমি যা দেখেছি, আপনিও কি তা-ই দেখেছেন, জোসেফ?'

'অবশ্যই।'

'বেশ। তা হলে বলুন তো মৃত ব্যক্তিটি কে?'

'মৃত ব্যক্তি কে মানে?'

'লাশটা যাত্রীর নাকি অন্য কারো?'

‘অন্য কারো হবে কেমনে?’

‘এমনও তো হতে পারে যে ড্রাইভার যাত্রী নামিয়ে দেয় সেখানে। যাত্রী চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গাছের আড়ালে ওত পেতে থাকা ছিনতাইকারী ছিনতাই করতে আসে ড্রাইভারের সামনে। হাতাহাতি হয় একে অপরের সঙ্গে। ছিনতাইকারীর গলায় মাফলার ছিল। ওটা দিয়ে গলায় পেঁচিয়ে ধরে ড্রাইভার। শ্বাসরোধ হয়ে মারা যায় ছিনতাইকারী। পালিয়ে যায় ড্রাইভার।’ হাত নেড়ে নেড়ে বললেন নিহান মালিক।

‘কিন্তু হাতাহাতি হলে লাশ পড়ে থাকার কথা রাস্তায়। তার অর্ধেক শরীর গাড়ির ভেতরে আর অর্ধেক বাইরে কেন?’

‘হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এই প্রশ্নের জবাব আমিও খুঁজছি। এ কারণে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তা হলে লাশটা কার? যদি ড্রাইভারের হয়, তা হলে লাইসেন্সের ছবির সঙ্গে তার চেহারার মিল নেই কেন? আর যদি ড্রাইভারের না হয়, তা হলে সে গেল কোথায়?’

জোসেফের মুখ দেখে মনে হলো বিরাট চিন্তায় পড়লেন তিনি। একটু ভেবে বললেন, ‘তা বলার সময় এখনো আসেনি। এভিডেন্স যতগুলো পেয়েছি, ওগুলো ভালো করে দেখে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে বলতে পারব।’

নিহান বললেন, ‘সত্যি কথা বলতে কি, যতটা সহজ মনে করেছিলাম, বিষয়টা তত সহজ নয়। বিষয়টা খুব গোলমেলে না?’

ইতিবাচক মাথা দোলালেন জোসেফ রাফায়েল।

কী যেন ভাবলেন নিহান মালিক। তারপর বললেন, ‘সমস্যা নেই, গ্যারেজে কল দিতে হবে। আর ওই লাইসেন্সধারী ড্রাইভার এমডি এম হাসানকেও কল দিতে হবে আমাদের।’

একটু অন্যমনস্ক দেখাল জোসেফকে। আরও একটু চিন্তিত গলায় বললেন, ‘মৃত ব্যক্তিকে দেখে কী মনে হলো আপনার? কীভাবে হত্যা করা হয়েছে তাকে?’

‘মৃত ব্যক্তির গলায় মাফলার ছিল না?’

‘হ্যাঁ, ছিল।’

‘মাফলারটা কোঁচকানো না।’

‘হ্যাঁ, কোঁচকানো।’

‘মৃত ব্যক্তির গলাটা লাল না?’

‘হ্যাঁ।’

‘এসবের কারণেই মনে হচ্ছে, কেউ তাকে ওই মাফলার গলায় পেঁচিয়ে হত্যা করেছে।’ একটু থেমে নিহান মালিক বললেন, ‘এমন হতে পারে না?’

ন্যাড়া মাথায় হাত বোলালেন জোসেফ। মাথা যখন কাজ করে না, তখন তিনি মাথার চারপাশে হাত বোলাতে থাকেন। তাতে অবশ্য খুব একটা কাজ হয় না।

জোসেফ রাফায়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নিহান মালিক। জবাব না পেয়ে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তারও কপালে। নিহান বললেন, ‘গাড়ির মিটারের লগইন টাইম সকাল ৭টা ২৫ আর ট্রিপ স্টার্ট টাইম সকাল ৭টা ২৬। তার মানে লগইন করার এক মিনিট পরই যাত্রী উঠেছে। আবার যাত্রী নেমে যায় সকাল ৭টা ৪৪ মিনিটে আর পুলিশ লাশ পায় ৭টা ৫৬ মিনিটে। এর মানে ১২ মিনিটের মধ্যেই খুনটা হয়েছে। এই তো?’

‘জি। কিন্তু খুনটা করল কে?’

‘হ্যাঁ, সেটা খুঁজে বের করতে হবে আমাকে আর আপনাকে। বলুন দেখি শুরুটা করবেন কীভাবে?’ জিজ্ঞেস করলেন নিহান মালিক।

‘আমার মাথায় কাজ করছে না।’

‘শুনুন, তদন্ত করতে করতে দেখেছি—বেশির ভাগ সময়ই ভিকটিমের কাছের লোকজনই ঘটনা ঘটায়। এটাও মনে রাখবেন, সব সময়ই এক রকম হয় না। অপরিচিত লোকও খুন করে, আবার হেইট ক্রাইমও হয়।’

নিহান মালিকের কথা শুনে গভীর চিন্তায় পড়ে গেলেন জোসেফ, 'কিন্তু এসব বের করব কীভাবে?'

'প্রথমে লাশের পরিচয় শনাক্ত করতে হবে। তারপর লাশের পরিবার ও বন্ধুদের খুঁজে বের করতে হবে। ভিকটিমের ফোন চেক করতে হবে। কে কে তাকে কল দিত, কার কার সঙ্গে কী কী কথা হতো, মেসেজ-ফেসবুক, ই-মেইল-হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদি চেক করলেই একটা আইডিয়া বের হয়ে আসবে। চলুন চলুন, অফিসে গিয়ে কাজটা শুরু করতে হবে, এখনই।'

নিহান মালিকের কথায় সাহস পেলেন জোসেফ, স্বস্তিও পেলেন কিছুটা। নিহানকে অনুসরণ করে গাড়িতে বসলেন তিনি।